দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JAN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

মুক্তি পাচ্ছেন ঢাবি ছাত্র-শিক্ষক

আজ আইনি প্রক্রিয়া শেষ, কাল রায়ের পরই ছাড়া পাবেন

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

অবশেষে মুক্তি পাচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দি শিক্ষক ও ছাত্ররা। তাদের মুক্তির ব্যাপারে সরকার সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা পৃথক দুই মামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সদরুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, সামাজিক অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ এবং ফলিত পদার্থ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক এবং ৮ ছাত্র কারাগারে আটক রয়েছেন।

ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে রবিবার দিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা লাগাতার ক্লাস বর্জন কর্মসূচি পালন করেন। দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ তাদের মুক্তির বিষয় নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলোচনা করেন। রাতে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, আদালতের রায় যাই হোক, রায়ের পর পরই ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি দেয়া হবে এবং তারা স্ব স্ব অবস্থানে পুনর্বহাল হবেন। আজ সোমবারের মধ্যে এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া শেষ হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার রায়ের পরই তাদের মুক্তি দেয়া হবে।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাবন্দি শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তাদের স্ব স্ব অবস্থানে পুনর্বহাল করা হবে। সরকারের সদিচ্ছার কোন ঘাটতি নেই। তবে এক্ষেত্রে সবাইকে সহনশীলতা ও ধৈর্যের প্রমাণ দিতে হবে। কয়েকদিনের মধ্যে বিরাজমান পরিস্থিতির সমাধান হবে।

উপদেষ্টা আরো বলেন, ছাত্র-শিক্ষক মুক্তির বিষয়টি নিয়ে সরকারের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে ছাত্র-শিক্ষক মুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিনি বলেন, আমি দায়িত্ব নেয়ার পরই এ বিষয়ে কীভাবে সমস্যা সমাধান করা যায়, তা নিয়ে ভেবেছি। প্রধান উপদেষ্টাও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গতকাল রাতে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান নগরীর একটি ক্লিনিকে অসুস্থ বিশিষ্ট নাট্যকার অধ্যাপক সেলিম আলদীনকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। আজ এ মামলায় আদালতে আরো ১৫ জনের সাক্ষ্য নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু আজকের মধ্যে এ মামলার সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষ করা হবে। এ সময় শিক্ষা সচিব মো. মমতাজুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও উপস্থিত ছিলেন। উপদেষ্টা আরো বলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে হলের ক্যান্টিনের খাবারের মানোন্নয়ন, আবাসন সমস্যার সমাধান, নতুন ছাত্রাবাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ বিকালে সরকারের বার্তা নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যান। বন্দি শিক্ষকরা সরকারের সিদ্ধান্ত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়।

এদিকে ছাত্র-শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। গতকাল শিক্ষার্থীরা দুইঘণ্টা ক্লাস বর্জন (৪র্থ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

মুক্তি পাচ্ছেন ঢাবি

(প্রথম পৃঃ পর)

করে মানববন্ধন, সংহতি সমাবেশ ও প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালন করেছে। আগামী ১৮ জানুয়ারির মধ্যে ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তি না দিলে প্রতিটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জানান, প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইফতেখার আহমদ, আইন উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ, এলজিআরডি উপদেষ্টা আনোয়ারুল ইকবাল, সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ, সেনা প্রধানের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার সিনা ইবনে জামালী, শিক্ষা সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।